ঘাস কেটে বিজি করে নিজের পড়ার বরচ জোগাড় করে রপজিং। তারপরেও ভালো ফল করে নভার কেড়েছে কলা বিভাগের ছাত্র রণজিং লাস। উচ্চনাথানিকে ৪২৪ নছর পেরেছে সে। বাবা দিনমজার। বেশ কিছুদিন বরেই অসুত্ব রণজিং লাসের বাবা লোগাল দাস। করে উপাজদ নেই বললেই চলে। চরম দারিয়াকে সামী করেই নিশিমরী উচ্চবিব্যালয় থেকে প্রায় ৮৫ বাতানে নমর নিরে পাস করেছে রণজিং। কিছু অনিকিত রগজিতের কলেকে তরতির বিবরটি। কলে ভালো ফল করেও মন ভালো নেই রণজিতের। মা কুলমতি লাসও সমস্যা নিরে ভেবে কুলবিনারা পাছেন মা

কুলমতি দেবী জানান, ৫ ছেলেমেরের মধ্যে বড়ে রগজিং। ওকে বলা হরেছিল পড়া বাদ দিরে কাজে চুকতে। স্বামীর সামান্য আর দিরে সাতজনের অরসংস্কান ও ছেলেমেরেদের পড়ার খরচ জোগাড় করা সন্তব ছিল না। তার রামী অসুস্থ। কাজ না করলে খাওরা জোগাড় করা কঠিন। তবু ছেলের জেদের কাছে হার মানতে হরেছে আমাদের। নিশিমরী উকবিদ্যালয়ে ভরতি হয় সো। গত দুবছর বুলের শিক্ষকরা খালে থাকাতে ভালো ফল করতে পেরেছে ছেলে। এখন কলেজে ভরতি ও পড়ার খারচ কীভাবে চালাবেন ভেবে পাছেল

না ফুলমতিদেবী।

নিশিমরী উচ্চবিদ্যালরের প্রধান শিক্ষক নির্মাণ সাহা বলেন, 'এতটাই গরিব রণজিৎ যে প্রতিদিন খাওয়া পর্যন্ত জুটত না তার। ক্লুলে ওকে মিড ডে মিল খাওয়ার অনুমতি দিরেছিলাম। আমরাই ওকে পোশাক দিরেছিলাম। বইপত্রও দিরেছি কিছু কিছু। টিউশন পড়ার পরসা ছিল না। ওনেছি নোট চেয়ে নিয়ে পড়েছে। দারিদ্রাকে জর করে যে ভালো ফল করা যায় তার উদাহরণ এই ছাত্রটি। কোনো সংস্থা বা সরকার অথবা ব্যক্তিগতভাবে কেউ সাহাযেে এগিয়ে এলে তবেই ওর পড়াশোনা চালিয়ে বাওয়া সম্ভব।'

রণজিৎ জানিরেছে, ভূগোলে অনার্স নিরে পড়ে ভবিষ্যতে শিক্ষক হতে চাই আমি।

পড়তে চায় রণজিৎ

কিন্তু বাবার সামর্থা নেই শহরের কলেজে ভরতি করানোর। অসুস্থ বাবার চিকিৎসা হছে না অর্থের অভাবে। এই সমরে হোটো ভাইবোনদের জন্য আমার কাজ করা উচিত না পড়াশোনা চালিরে যাওরা উচিত-বুঝতে পারছি না। স্কুলের শিক্ষকরা গত দূ-বছর আমার জন্য অনেক করেছেন। এখন কী হবে? আমি আরও পড়তে চাই।